সমকাল

ঢাকা কলেজে প্রাণঘাতী সংঘর্ষ

এ কেমন ছাত্র সংগঠন!

ঢাকা কলেজে শুক্রবার মধ্যরাতে সরকারদলীয় ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলিতে এক ছাত্র নিহত ও তিনজন গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাটি ছাত্র সংগঠনটির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নতুন করে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। সরকার যখন জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে বিরোধী দলের সঙ্গে মুখোমুখি অবস্থানে, তখন তাদের ছাত্র সংগঠনের কাছ থেকে এমন আচরণ ভাবা যায়! বর্তমান জাতীয় অনিশ্চিত পরিস্থিতি এবং সাধারণ মানুষের নিত্য অশেষ ভোগান্তি ও জীবন-জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়ার বিষয়টি ছাত্র সংগঠনটিকে স্পর্শ করেছে বলে মনে হয় না। বরং তারা দেশের এহেন নাজুক পরিস্থিতিতেও নিজ সংগঠনের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে কোণঠাসা বা ঘায়েল করে হলেও নিজের প্রভাব বৃদ্ধি বা দখলদারির প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার জন্য ব্যস্ত রয়েছে। বিএনপি ক্ষমতায় থাকার সময় তাদের ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলকেও একই ভূমিকায় দেখা গেছে। কেন এমন হয়? এটা জানা যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এর বাইরেও ছাত্র সংগঠনগুলো বিশেষ করে সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠনের দোর্দণ্ড প্রতাপ। হলে সিট দখল, ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের প্রভাবাধীন রাখা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং সময়ে সময়ে তোলাবাজি সরকারি ছাত্র সংগঠনের এখতিয়ারভুক্ত বলে ধারণা করা হয়। এর বাইরেও তারা বিভিন্ন স্থানে টেন্ডারবাজির মতো কাজেও ব্যবহৃত হয়। এ কারণে ছাত্র সংগঠনে অছাত্রদের আধিপত্য। ছাত্রনেতাদের এখন আর আগের মতো নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সাধারণ শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক সমর্থনের ওপর নির্ভর করতে হয় না। দুই দশকেরও বেশি সময় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোসহ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের আয়োজন হয় না। ছাত্রনেতাদের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সুখ-দুঃখ বা শিক্ষার পরিবেশ অথবা তাদের অভাব-অভিযোগের প্রতি নজর দেওয়ারও দরকার পড়ে না। এর পরিবর্তে নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রীর সমর্থন সর্বাগ্রে প্রয়োজন পড়ে। এ ধরনের ছাত্র বাহিনী শীর্ষ নেতৃত্বের ঠেঙাড়ে বাহিনী হিসেবেও কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়। তার জন্য ছাত্রনেতাদের সশস্ত্র ক্যাডার পুষলেই চলে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব এতসব জানা সত্ত্বেও অনেক সময়ই মৌন ভূমিকা অবলম্বন করেন এ কারণেই। ঢাকা কলেজে ছাত্রলীগের বিবদমান গ্রুপ সম্পর্কেও রাজনৈতিক নেতৃত্ব অবহিত নন, এটা বলা যাবে না। কারণ এখানে আধিপত্য নিয়ে এর আগেও সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছে। এ নিয়ে কলেজ সংগঠন থেকে সময়ে সময়ে বহিষ্কারের ঘটনাও ঘটেছে। এতে একটি গ্রুপের বিজয়ের মধ্য দিয়ে বিরোধ সাময়িক ধামাচাপা পড়ে মাত্র। কোনো একটি উপলক্ষে আবার তা চাঙ্গা হয়। ঢাকা কলেজের ক্ষেত্রে এই ধারা বজায় থাকার প্রমাণ সর্বশেষ সশস্ত্র সংঘর্ষে হতাহত হওয়ার ঘটনাটি। আমরা ঢাকা কলেজসহ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সব ধরনের হাঙ্গামা-হুজ্জতের বিরোধী। এজন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অবশ্যই তাদের নিজ নিজ ছাত্র সংগঠনকে পেটোয়া বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করার অশুভ প্র্যাকটিস থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ছাত্র সংগঠনের নেতাদেরও সুস্থ ধারার ছাত্ররাজনীতি চালু করা নিয়ে ভাবতে হবে। দেশের চলমান অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশে সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ নিজেদের মধ্যে হানাহানি বন্ধ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তি বজায় রাখুক।